220105 - পবত্রি কছিুর মাধ্যমে পরবির্ততি পানি দ্বারা অযু ও গোসল করার বধিান

প্রশ্ন

যে পানরি সাথে পবত্রি কছিু জনিসি মশিে গয়িছে, তা দয়িে অযু ও গোসল করা কি জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পবত্রি পানতিে যদি পবত্রি কোনো জনিসি ইচ্ছাকৃতভাবে মশোনো হয়, তাহলে এর তনি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

যদি পবত্রি পানরি সাথে কোনো পবত্রি বস্তু মশিে যায, কন্তিু এর রং, স্বাদ ও গন্ধ পরবির্ততি না হয, তাহলে সে পানি এর পবত্রিকারী বশৈষ্ট্যি বজায় রাখে। কারণ তখনো পানি এর সাধারণ বশৈষ্ট্যিরে ওপর বলবৎ আছে।

ইবনে কুদামাহ বলনে: "আমরা আলমেদরে মধ্যে এ বষিয়ে কোনো মতভদে জানি না যে, যদি কোনো পবত্রি বস্তু পানরি সাথে মশিে যায় কন্তিু পানতিে পরবির্তন না ঘটায়, তবে সে পানি দয়িে অযু করা বধৈ।"[আল-মুগনী (১/২৫)]

যদি সামান্য পরমিাণ শমি, ছোলা, গোলাপ, জাফরান ইত্যাদি পানতিে পড়ে, কন্তিু এর স্বাদ, রং ও গন্ধ দখো না যায, তবে সইে পানি দয়িে পবত্রিতা অর্জন করা বধৈ। আর যদি সামান্য পরবির্তন ঘটওে, তদুপরি এতে কোনো ক্ষতি নইে।

এ বষিয়ে প্রমাণ হলো উম্মে হানী রাদয়িাল্লাহু আনহার হাদীস: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনা রাদয়িাল্লাহু আনহা একই পাত্রে গোসল করছেলিনে, যাতে আটার চহ্নি ছলি।"[হাদীসটি নাসাঈ (২৪০) বর্ণনা করনে। ইমাম নববী খুলাসাতুল আহকামে (১/৬৭) হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে, শাইখ আলবানী ইরওয়া গ্রন্থে (২৭) সহীহ বলছেনে]

'আটার চহ্নি' অর্থাৎ গোলানো আটা।

ত্বীবী বলনে: "এটি স্পষ্ট যে, ঐ পাত্রে আটার চহ্নি খুব বশেি ছলি না।"[মরিকাতুল মাফাতীহ (২/৪৫৭)]

ইমাম নববী বলনে: "যদি অল্প পরমিাণ জাফরান পড়ে সামান্য হলুদ হয় অথবা সাবান বা ময়দা পড়ে সামান্য সাদা হয় তবে যতক্ষণ তাকে 'পানি' বলা যায, সঠকি মতানুযায়ী ততক্ষণ তা পবত্রিকারী। যহেতেু তার নামটি বলবৎ আছে।"[আল-মাজমু'

শারহুল মুহাযযাব (১/১০৩)] অর্থাৎ ‘সাধারণ পানি’ নামটি বলবৎ আছে।

ইমাম আহমাদ বলেন: “যতক্ষণ তাকে অন্য কিছুর নামে ডাকা না হয়, যেমন: ‘অমুক জিনিসের পানি’, ততক্ষণ এতে কোনো সমস্যা নেই।”[আবুল খাত্তাব আল-কালওয়াযানী রচিত ‘আল-ইন্তিসার ফিল মাসায়িলিল কবির’ (১/১২২)]

দ্বিতীয় অবস্থা:

যদি পবিত্রকারী পানির সাথে কোনো পবিত্র বস্তু মিশে যায় এবং এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, তা আর ‘পানি’ নামে পরিচিত থাকে না, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়।

যেমন: পানিতে চা দিলে এর রঙ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন এটাকে আর পানি বলা হয় না; চা বলা হয়। অনুরূপভাবে পানিতে মাংস রান্না করা হলে সে পানি ঝোলে পরিণত হয়, তখন তা দিয়ে অযু করা জায়েয নয়।

ইবনে কুদামাহ বলেন: “যে পানিতে পবিত্র বস্তু মিশে এর নাম পরিবর্তন করে দেয়, এর অংশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে, এ পানিকে রং, কালি, সিরিকা বা ঝোল নামে পরিবর্তন করে এবং যে পানিতে পবিত্র কিছু রান্না করা হয়, যেমন: শিমি সিদ্ধ করা এ ধরণের কোনো পানি দিয়ে অযু ও গোসল করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে আমরা কোনো মতভেদ জানি না।”[আল-মুগনী (১/২০) থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত]

ইমাম আহমদ বলেন: “যে জিনিসের ‘পানি’ নাম লোপ পেয়েছে তা দিয়ে অযু করো না।”[আবুল খাত্তাব আল-কালওয়াযানীর ‘আল-ইন্তিসার ফিল মাসাইললি কবির’ (১/১২২)]

তৃতীয় অবস্থা:

যদি পবিত্র পানি কোনো পবিত্র বস্তুর কারণে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তখনও তাকে ‘পানি’ বলা যায়। যেমন: সাবান মিশে রং বদলানো, ছোলা পড়ে স্বাদ বদলানো, জাফরান পড়ে গন্ধ বদলানো; কিন্তু নাম ‘পানি’ই থেকে যায়, তবে এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে: এ পানি নিজে পবিত্র; কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়। কারণ এর নাম ‘সাধারণ (নিখাদ) পানি’ লোপ পেয়েছে। এখন এটাকে আর নিখাদ পানি বলা যাবে না।[দেখুন: আল-মুগনী (১/২১), আল-কাফি (১/১৫৫), আল-মাজমু‘ (১/১০৩)]

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের এক বর্ণনা অনুযায়ী: এ পানি পবিত্র এবং পবিত্রতা অর্জনেও ব্যবহারযোগ্য। এই মত ইবনে হাযম গ্রহণ করেছেন। ইবনুল মুনযির ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে: স্থায়ী কমিটি, শাইখ ইবনে বায, শাইখ ইবনে উসাইমীন।

ইবনে হাযম বলেন: "যে পানির সাথে বধে পবত্রি কছিু মশিে পানির মধ্যে এর রং, গন্ধ ও স্বাদ প্রকাশ পয়েছে, কন্তিু এখনো তাকে 'পানি' বলা যায়; তা দয়িে অযু ও জানাবতরে (বড় অপবত্রিতার) গোসল করা বধে। ... হোক সইে পততি বস্তু মশেক, মধু বা জাফরান কংিবা অন্য কছিু।"[আল-মুহাল্লা (১/২০০)]

এ মতভদেরে কারণ: আলমেরা একমত যে পবত্রিতা সাধারণ পানির মাধ্যমে অর্জতি হয; গোলাপরে পানি বা সরিকার পানির মত কোনো কছিুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত পানির মাধ্যমে অর্জতি হয না। আর পবত্রি বস্তু মশিে পরবির্ততি পানি এ দুইয়রে মাঝামাঝি।

ইবনে কুদামাহ বলেন: "ইমাম আহমাদরে বহু শষি্য তাঁর থকেে বর্ণনা করছেনে য, এ ধরনরে পানি দয়িে অযু করা জায়যে। আর এটাই ইমাম আবু হানফিা ও তাঁর অনুসারীদরে মাযহাব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেনে: 'অতঃপর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করো।' এ আয়াত সব ধরনরে পানির ব্যাপারে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কারণ এখানে 'পানি' শব্দটি অনর্দিষ্টি (নাকরিা) রূপে নষিধেসূচক বাক্যে এসছে, আর নষিধেসূচক বাক্যে অনর্দিষ্টি শব্দ সাধারণ অর্থ বহন কর। সুতরাং যখন এ পানি বদ্যিমান থাকব, তখন তায়াম্মুম করা জায়যে নয়... আর এ ব্যক্তি পানি পয়েছে গণ্য হব।

আর এজন্যও (জায়যে) য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা সফর করতনে। তাদরে অধকিাংশ পানির পাত্র ছলি চামড়ার তরৈি (মশক)। সাধারণত সগেুলো পানি পরবির্তন করে দতি। তবুও তাদরে পক্ষ থকেে এমন কোনো কথা বর্ণতি হয়নি য, তারা ঐসব পানি থাকা সত্ত্বওে তায়াম্মুম করতনে।

আর এজন্যও (জায়যে) য, এটি এমন পবত্রিকারী পানি, যার সাথে পবত্রি বস্তু মশিছে। কন্তিু সইে বস্তু এর 'পানি' নাম অপসারণ করতে পারনে, এর তরলতা ও প্রবাহমানতা নষ্ট করতে পারনে।"[আল-মুগনী (১/২১)]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমযি়্যাহ বলেন: "যতক্ষণ একে 'পানি' বলা যায এবং অন্য কছিুর উপাদান এতে প্রাধান্য বস্তিার না কর, ততক্ষণ তা পবত্রিকারী বলে গণ্য হব। যমেনটি ইমাম আবু হানফিার মাযহাব এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদরে মাযহাব। আর এটইি সইে মত, যা আহমাদ তাঁর অধকিাংশ উত্তরে স্পষ্ট উল্লখে করছেনে।

এই মতটইি সঠকি; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেনে:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কংিবা সফরে থাক অথবা তোমাদরে কউে পায়খানা থকেে (মলমূত্র ত্যাগ কর) আসে কংিবা তোমরা নারী-সম্ভোগ করো এবং (গোসল করার জন্য) পানি না পাও তাহলে পবত্রি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং (যথারীতি) মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নবে।"

আর তাঁর বাণী: ‘তোমরা যদি পানি না পাও’ এখানে ‘পানি’ শব্দটি নিষিধেসূচক বাক্যে অনির্দিষ্ট রূপে এসছে, ফলে তা প্রত্যকে সইে বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা ‘পানি’ নামে পরচিতি; এ ক্ষত্রেে (পানরি) এক প্রকার থকেে আরকে প্রকাররে মধ্যে কোনো ভদোভদে নইে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/২৬)]

এরপর তনিি বলনে: “আর এটাও প্রমাণতি হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরমিকে (ইহরাম পরহিতি ব্যক্তি) পানি ও সদির (বরই পাতার গুঁড়া) দয়িে গোসল করাতে নর্দিশে দয়িছেনে এবং তনিি তাঁর কন্যাকে পানি ও সদির দয়িে গোসল করাতে নর্দিশে দয়িছেনে এবং তনিি যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করছেলি তাকে পানি ও সদির দয়িে গোসল করতে আদশে করছেলিনে। আর জানা কথা য, সদির অবশ্যই পানরি মধ্যে পরবির্তন ঘটায়। অতএব, যদি পরবির্তন পানকিে নষ্ট করে দতি, তবে তনিি এমনশ্র আদশে দতিনে না।”[মাজমূউল ফাতাওয়া (২১/২৬)]

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: পানযোগ্য পানরি সাথে ক্লোরনি নামক পদার্থ মশোনো হয, যা পানরি রং ও স্বাদ পরবির্তন কর, এতে করে কি অযুকারীর পবত্রিতার উপর এ পানি কোনো নতেবিাচক প্রভাব ফলেব?

তনিি উত্তরে বলনে: “মানুষরে ক্ষতি রোধ করার জন্য পানতিে পবত্রি বস্তু বা ওষুধ মশোনোর কারণে পানি পরবির্তন হলওে পানরি নাম যদি অপরবির্ততি থাক, তবে এতে কোনো ক্ষতি নইে, যদওি এর দ্বারা কছিু পরবির্তন ঘটে থাকে।”[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১০/১৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।